গাংনীতে গভীর নলকূপ স্থাপনে অনিয়ম তদন্তে গিয়ে প্রকৌশলী লাঞ্ছিত

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গাংনী জোনাল অফিসের ইন্সপেক্টর হাফিজুর রহমানের দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে বিপাকে পড়েছেন গাংনী উপজেলা বিএডিসির (বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন) প্রকৌশলীরা। বিএডিসির অনুমোদন ছাড়াই গভীর নলকূপ স্থাপন ও অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা এলাকায় তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।

সূত্র জানায়, কড়ইগাছি এলাকার মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে ঝন্টু আলী গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য কড়ইগাছি জেএল ৯৬, দাগ ৬৮৯ নম্বর জমির লাইসেন্স পান। কিন্তু লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করে তিনি নলকূপ স্থাপন করেন জেএল ৯২, দাগ নম্বর ৩৬২০ নম্বর জমিতে, যা মূল অনুমোদনস্থল থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে। অভিযোগ রয়েছে, পল্লী বিদ্যুৎ বিভাগের ইন্সপেক্টর হাফিজুর রহমান রাতারাতি সেখানে অবৈধ সংযোগ প্রদান করেন।

এই ঘটনায় অভিযোগ হওয়ায় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিষয়টি তদন্তের জন্য চার সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেন।

এ ঘটনায় তদন্তে যান গত ৪ ডিসেম্বর বিএডিসির উপসহকারী প্রকৌশলী আশরাফুল ইসলাম, পল্লী বিদ্যুতের গাংনী জোনাল অফিসের এজিএম ফয়সাল হোসেন, বিএডিসির ইলেক্ট্রিশিয়ান দেলওয়ার হোসেন, পল্লী বিদ্যুতের ইন্সপেক্টর হাফিজুর রহমান এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা নাইমুর হোসেন।

তদন্তের সময় ঝন্টু ও তার সহযোগীরা সরকারি কাজে বাধা প্রদান, গালিগালাজ এবং অপমানজনক আচরণ করেন। এতে দেলওয়ার হোসেন শারীরিক লাঞ্ছনার শিকার হন বলে অভিযোগ রয়েছে।

পরে বিএডিসির ইলেক্ট্রিশিয়ান দেলওয়ার হোসেন বাদী হয়ে অভিযুক্ত ঝন্টু, তার ভাই রেন্টু, আব্দুল কাদের ও পিতা মনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এ ঘটনায় তদন্ত কমিটি প্রয়োজনীয় রিপোর্ট তৈরি করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের

কাছে দাখিলের সিদ্ধান্ত নেয়।

স্থানীয়রা দাবি করেন, ইন্সপেক্টর হাফিজুর রহমানের অনিয়মের কারণে জনস্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং প্রকৌশলীদের হয়রানি করা হচ্ছে। দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তারা।

এবারের নির্বাচন হবে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক’শ বছরের গতি পরিবর্তনের নির্বাচন

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ডক্টর সৈয়দ এনামুল কবির বলেন, চব্বিশ পরবর্তী সময়ে ঘুষ কল্পনা করা যাবে না। সরকারি কর্মকর্তারা ঘুষ খেতে চাইলে, চাকুরী না করে থালা হাতে রাস্তায় গিয়ে ভিক্ষা করুন। এবারের নির্বাচন হবে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক’শ বছরের গতি পরিবর্তনের নির্বাচন। গত তিনটা নির্বাচনে এদেশের তরুণ যুবক ভোটাররা ভোট দিতে পারেনি। এবারের নির্বাচনে ভোটারদের নির্বিঘ্নে নিরাপত্তার সাথে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

সোমবার দুপুরে মেহেরপুরে নবযোগদানকৃত জেলা প্রশাসক ডক্টর সৈয়দ এনামুল কবির গাংনী উপজেলার বিভিন্ন শ্রেনী পেশার লোকজন ও সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

গাংনী উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত এই মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন।

প্রধান অতিথি ডক্টর সৈয়দ এনামুল কবির আরও বলেন, আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচনে জোর জবরদস্তি, কারুচুপি, বিভিন্ন মাধ্যমে মানুষকে মিসগাইড করে, বাঁধা বা শক্তি প্রয়োগ করতে চাইলে সেটা রুখে দেওয়া হবে। সেই সুযোগ কাউকে দেওয়া হবে না। নির্বাচনের দায়িত্বে আমরা যারা থাকবো তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, একটা সুষ্ঠ নির্বাচন করার জন্য।

মিথ্যা গুজব থেকে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে ডিসি সৈয়দ এনামুল কবির আরও বলেন, গুজব, অপতথ্য এবং ভুল তথ্য ছড়িয়ে সমাজকে পিঁড়া দিচ্ছে। সমাজে তিন ধরণের তথ্য আছে, মিস ইনফোরমেশন, ডিসইনফোরমেশন ও ব্যাড ইনফোরমেশন। এই তিনটা তথ্যের ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। অপতথ্য বা গুজবের কোনো ভিত্তি নেই। এটার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে বিভ্রান্ত করা, ক্ষতি করা। ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া এবং ব্যাড ইনফোরমেশন হলো সঠিক তথ্য থাকলেও উদ্দেশ্য ক্ষতি করা। এই তিনটা তথ্যই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই তথ্য যাচাই-বাছাই না করা পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়াতে কোনো তথ্য শেয়ার না দেওয়ার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানান তিনি।

তিনি বলেন, ইতোমধ্যে ইলেকশন কমিশন এই কাজগুলো বা ইনফরমেশনগুলো ছড়াচ্ছে তাদের চিহ্নিত করার জন্য কাজ শুরু করেছেন। যারা এসব মিথ্যা গুজব ছড়াচ্ছে তাদের বিষয়ে সঠিক এবং সত্য তথ্যটা তুলে ধরতে সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

এছাড়া গাংনীর বিভিন্ন সমস্যা, সম্ভাবনা, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাল্যবিবাহ, মাদক নিয়ে কাজ করার জন্য সমাজের সকলের সহযোগীতা চান তিনি। তিনি বলেন, মেহেরপুর জেলায় সারের কোনো ঘাটতি নেই। জেলার কৃষি জমিগুলো তিন ফসলি হওয়ায়, কৃষকরা তাদের জমিতে মাত্রাতিরিক্তি সার প্রয়োগ ও সিস্টেমের সমস্যার কারণে সার সংকট হয়েছে বলে মনে করছেন।

জেলার কৃষক ও কৃষির কথা বিবেচনা করে অতিরিক্ত ২ হাজার মেট্রিকটন সারের চাহিদাপত্র পাঠানো হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে ৪’শ মেট্রিকটন টিএসপি ও ৪’শ মেট্রিকটন ডিএপি সার অতিরিক্ত বরাদ্দ দিয়েছে।

মাদকের হটস্পটগুলোতে অভিযান চালানো শুরু হয়েছে উল্লেখ করে জেলা প্রশাসক বলেন, মাদক কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য না। মাদক নিমুর্লে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। মাদকের হটস্পট চিহ্নিত করে যারা যারা মাদকের সাথে জড়িত তাদের আইনের আওতায় আনতে জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও মিডিয়া কর্মীদের একসাথে ঐক্যবদ্ধভাবে টিমওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করতে হবে।

জেলা প্রশাসক বলেন, সরকারি কর্মকর্তারা কিছুদিনের জন্য আপনাদের এলাকায় সেবা দিতে আসেন। সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে এলাকার

এসময় সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন স্কুল কলেজের প্রধানগণ, এনজিও প্রতিনিধি, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে জেলা প্রশাসক ডক্টর সৈয়দ এনামুল কবীর গাংনীতে পৌঁছালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন তাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান।

গাংনীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচির পর মানববন্ধন

তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে দীর্ঘস্থায়ী অগ্রগতি না পাওয়ায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষকেরা শাটডাউন কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে মানববন্ধন করেছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদের শিল্পকলা একাডেমির সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতাধিক সহকারি শিক্ষক অংশ নেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি আক্তারুজ্জামান বকুল। এ সময় সাধারণ সম্পাদক সেলিমুজ্জামানসহ শিক্ষক নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে দীর্ঘস্থায়ী অগ্রগতি না পাওয়ায় এবং তিন শিক্ষক নেতাকে শোকজ নোটিশ দেওয়ার প্রতিবাদে আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষা বন্ধ রেখে মেহেরপুরের ৩০৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষকদের ‘শাটডাউন’ কর্মসূচি দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে। গতকাল বুধবার সহকারি শিক্ষকরা

বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার কাউকে পাওয়া যায়নি।

প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের উদ্যোগে দ্বিতীয় দিনের মতো বার্ষিক পরীক্ষা স্থগিত রয়েছে। সরেজমিনে বিদ্যালয়গুলোতে দেখা গেছে, প্রধান শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে থাকলেও সহকারি শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষগুলোতে তালা মেরে চলে গেছেন। শুধুমাত্র প্রধান শিক্ষকরা বাইরে ঘোরাঘুরি করছেন।

মেহেরপুর জেলায় ৩০৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে সহকারি শিক্ষক রয়েছেন ২০০০ জন।

আবুল সরকারের মুক্তি ও বাউলদের নির্যাতনের প্রতিবাদে গাংনীতে গান গেয়ে মানববন্ধন

আবুল সরকারের মুক্তি ও বাউলদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান গেয়ে মানববন্ধন করেছেন মেহেরপুরের বাউল সম্প্রদায়ের লোকজন। এ সময় তাদের হাতে ছিল একতারা, দোতারা, হারমোনিয়াম, ঢোলসহ নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বেলা ২টার সময় গাংনী উপজেলা শহরের কাঁচাবাজার এলাকায় তারা এই মানববন্ধন করেন। মানববন্ধনে গান পরিবেশন করেন আব্দুস সামাদ বাউল, ছন্নত বাউল, ভিকু বাউল ও মহিবুল বাউল।

মানববন্ধনে বাউল শিল্পী আবুল সরকারের নিঃশর্ত মুক্তি এবং বাউলদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদ জানানো হয়।

আবুল সরকারের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়ে বাউল সম্প্রদায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মজনুল হক বলেন, বাউল সম্প্রদায় সুরের মানুষ। আমরা কোনো ফ্যাসাদ বুঝি না, আমরা বুঝি ভালোবাসার মানবিক সমাজ। আমরা মনের মানুষের সঙ্গে মনের মিলন ঘটাতে চাই।

আমরা ভাই-ভাই জাতি, গোত্র, সম্প্রদায় মিলিয়ে আমরা সম্প্রীতির রাষ্ট্র চাই। সমাজে কোনো ধরনের অমানবিক কর্মকাণ্ড হোক, তা আমরা চাই না। আমাদের দেশ বহুজাতি, বহু মতের, বহু চেতনার দেশ। আমরা লালন করি বাউল দর্শন।

আবুল সরকার তার গানের মাধ্যমে অভিনয় করছিলেন। সেই গানের অভিনয়ের মধ্যে যদি ভাষার কোনো ভুলত্রুটি হয়ে থাকে, তাহলে তাকে ক্ষমা করার আহ্বান জানিয়েছিলাম। তারপরও বাউল আবুল সরকারকে ক্ষমা করা হয়নি। তাকে আটক করে মামলা দেওয়া হয়েছে।

আমরা মনে করি, এটি একটি ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড। আমরা এই ষড়যন্ত্রমূলক মামলা প্রত্যাহার ও তার মুক্তি দাবি করছি। মানববন্ধনে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৩৫ জন বাউল অংশ নেন।

মেহেরপুর সদর ও গাংনীতে ২২ লাখের নির্বাচনী বরাদ্দ উৎসব

মেহেরপুর জেলার দুই উপজেলা, সদর ও গাংনীর মোট ৭৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার কাজ সম্পন্নের জন্য বরাদ্দ পেয়েছে ২২ লাখ ৩০ হাজার ৯৯৪ টাকা।

নির্বাচনের আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত ঘাটতিগুলো দ্রুত ঠিক করে ভোটগ্রহণ উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এই বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তবে জেলার অন্য উপজেলা মুজিবনগর এখনো কোনো বরাদ্দ পায়নি, যা স্থানীয়ভাবে নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র বরাদ্দের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের চিঠি অনুযায়ী, ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কমপক্ষে ১৫ দিন আগে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোর সংস্কারকাজ শেষ করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসকে বুঝিয়ে দেওয়ার নির্দেশনা রয়েছে। একই সঙ্গে বরাদ্দপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলোকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে কাজের

কল্যাণপুর, কাজিপুর, ভবানীপুর, নওদাপাড়া, পীরতলা, রামনগর, বালিয়াঘাট, তেরাইল, নওদা মটমুড়া, কুমারিডাঙ্গা, মিনিপাড়া, শিমুলতলা, বানিয়াপুকুর, ষোলটাকা, ভোমরদহ, হিজলবাড়িয়া, চৌগাছা, গাড়াডোব, আযান, যুগিন্দা, পাকুড়িয়া, ধানখোলা, ভাটপাড়া, কসবা, সানঘাট, গাংনী মডেল, রাধাগোবিন্দপুর, সাহারবাটি দক্ষিণপাড়া, জালশুকা ও মালসাদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

৩৩ হাজার ৩ শত ৩৩ টাকা করে বরাদ্দ পেয়েছে হিন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধর্মচাকী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাহারবাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঢেপা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাড়িয়াদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং করমদী পূর্বপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

আর সহড়াতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পেয়েছে ২৩ হাজার ৩ শত ৩৩ টাকা, নোয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বরাদ্দ ১৬ হাজার ৬ শত ৬৭ টাকা এবং বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পেয়েছে ১০ হাজার টাকা।

পুরো বরাদ্দ তালিকা প্রকাশ পেলেও মুজিবনগর উপজেলাকে এখনো কোনো বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। নির্বাচনের আগের সময়সীমা, সংস্কারের জরুরি নির্দেশনা এবং বাকি দুই উপজেলার বরাদ্দ কাঠামো সামনে রেখে মুজিবনগরের বিদ্যালয়গুলো কেন তালিকার বাইরে রইল—এ রকম প্রশ্ন স্থানীয় শিক্ষাপ্রাঙ্গণে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে মাধ্যমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এই বরাদ্দ দিয়েছে। আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে জেলার যে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে, সেগুলোকে ভোটগ্রহণের উপযোগী করে তুলতে এই বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আমরা মেহেরপুর সদর ও গাংনী উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য বাজেট বরাদ্দ পেয়েছি। মুজিবনগর উপজেলার জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। খুব দ্রুতই এই বরাদ্দের চিঠি পাওয়া যাবে।

গাংনী সীমান্ত দিয়ে ৩০ বাংলাদেশিকে পুশইন

মেহেরপুরের গাংনী সীমান্ত দিয়ে রাতের আঁধারে ভারতে বিভিন্ন সময় পুলিশের হাতে আটক হওয়া নারী, শিশু ও পুরুষসহ ৩০ বাংলাদেশিকে পুশইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

পুশইন হওয়া সবাই ভারতের কলকাতাসহ বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে বিভিন্ন মেয়াদে ভারতে কারাভোগ করেন।

আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) ভোররাতে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ১৪০ এর ৬ এস মথুরাপুর মাঠ নামক সীমান্ত দিয়ে বিএসএফ তাদের বাংলাদেশে ঠেলে দেয়। সীমান্ত পার হয়ে তারা ওই মাঠে তেঁতুলবাড়িয়া বিওপি ক্যাম্পের সদস্যরা তাদের আটক করেন।

আটকদের মধ্যে ১৮ জন পুরুষ, ২ জন শিশু, ১২ জন নারী রয়েছেন। তারা সবাই, খুলনা, লালমনিরহাট ও আশপাশের জেলার বাসিন্দা।

আটকদের একজন জানান, কাজের সন্ধানে তারা অবৈধভাবে ভারতে গিয়েছিলেন এবং কলকাতাসহ বিভিন্ন স্থানে বসবাস করছিলেন।

ছয়-সাত দিন আগে তাদের আটক করে পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর জেলে পাঠানো হয়। সেখান থেকে গাংনী সীমান্ত দিয়ে পুশব্যাক করা হয়।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) মোহম্মদ আল মামুন জানান, আজ সকালে বিএসএফ কর্তৃক পুশইন হওয়া ব্যাক্তিদের থানায় হস্তান্ডর করেছে বিজিবি। তাদের সম্পর্কে তদন্ত করে ব্যাবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরে মনোনয়ন দ্বন্দ্বে

নির্বাচনী ব্যয় বাড়ছে

মেহেরপুর-১ ও গাংনী আসনে বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়নকে ঘিরে বিরাজ করছে অস্বস্তিকর অস্থিরতা। দুই আসনেই মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে মানববন্ধন, প্রতিবাদ সমাবেশ, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ ও পৃথকভাবে কর্মসুচী পালন অব্যাহত আছে।

সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটছে। অথচ কথা ছিল দলীয় মনোনয়ন যাকে দেয়া হবে তার পক্ষে সম্মিলিতভাবে কাজ করবেন। কিন্তু বিপরিত চিত্রের কারণে শুধু রাজনৈতিক উত্তেজনাই বাড়ছে না নির্বাচনী ব্যয়ও অস্বাভাবিক হারে বাড়তে শুরু করেছে বলে জানাচ্ছেন স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরের দুুটি আসনে সাবেক দুই এমপি দলীয় মনোনয়ন পাবার পর এই বিরোধ তুঙ্গে উঠছে।

মেহেরপুর-১ আসনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়া সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ পক্ষ ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে জনসংযোগ করছেন।

মনোনয়ন বঞ্চিত কামরুল হাসান পক্ষ দলীয় মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা দাবিতে বিভিন্ন কর্মসুচী পালন করছেন। নিজ নিজ অবস্থান জানান দিতে গ্রাম গঞ্জ থেকে বাস ভরে লোকবল আনতে হচ্ছে উভয় পক্ষকে। ব্যানার-ফেস্টুন, মাইকিং, শোডাউন, প্রচারপত্র এসবের পেছনে বাড়তি খরচ পড়ছে উল্লেখযোগ্যভাবে।

অন্যদিকে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের মনোনয়নকে ঘিরে আরও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।

জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের পক্ষে নেতা কর্মীরা প্রায় প্রতিদিনই সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করছেন।

দলীয় মনোনয়নের দাবিতে পোস্টার, লিফলেট, মোটরসাইকেল শোডাউনসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে ব্যয় বাড়ছে কয়েকগুণ। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীকেও তৎপর থাকতে হচ্ছে।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন মিল্টন-কামরুল পক্ষের চেয়ে অরুণ-আমজাদ পক্ষ জনপ্রিয়তার কারণেই দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন। জাতীয় নির্বাচনে তাদের বিকল্প এখনও কোন নেতা তৈরী হয়নি।

স্থানীয় নেতাদের ভাষ্য, মনোনয়নকে কেন্দ্র করে এমন ধারাবাহিক কর্মসূচি দলের ভেতর বিভাজন বাড়ানোর পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে। মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে যে প্রতিযোগিতা চলছে, তা শেষ পর্যন্ত সম্ভাব্য প্রার্থীদের ওপর বাড়তি ব্যয়ের বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, মনোনয়নের আগে থেকেই নির্বাচনসংশ্লিষ্ট খরচ বাড়তে শুরু করেছে- যেখানে পোস্টার, ব্যানার, লজিস্টিকস ও কর্মসূচি খরচ যোগ হয়ে প্রতিদিনই ব্যয়ের তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে।

নেতাকর্মীরা বলছেন, প্রাথমিক মনোনয়নে অসন্তোষ থাকলেও ধারাবাহিক কর্মসূচি ও শক্তির প্রদর্শন করতে গিয়ে যে অর্থনৈতিক চাপ বাড়ছে, তা শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

একইসঙ্গে এতে দলে বিভক্তির গভীরতা বাড়বে এবং নির্বাচন পূর্ববর্তী সময় থেকেই অপ্রয়োজনীয় ব্যয় অতিরিক্ত উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। দলীয়দ্বন্দ্ব নির্বাচনে জয় হাতছাড়া হবার আশংকাও উড়িয়ে দেয়া যাবে না।

নির্বাচনের এখনও সময় থাকলেও মেহেরপুর জুড়ে এখন মূল আলোচনায় বিএনপির অভ্যন্তরীণ মনোনয়ন সংকট, এবং তা ঘিরে প্রতিদিন বাড়তে থাকা রাজনৈতিক উত্তাপ ও ব্যয়ের চাপ।

মেহেরপুর-১ আসনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়া সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ যুগান্তরকে বলেন নির্বাচনের আগে মনোনয়ন নিয়ে এমন পরিস্থিতি অস্বাভাবিক না। দলের জরিপে যোগ্য বিবেচনায় আমাকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। তফশীল ঘোষণার পর সব এক কাতারে চলে আসবে।

বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় গাংনীতে দোয়া মাহফিল ও

আলোচনা সভা

গাংনীতে রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা ও রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকালে রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া মাহফিলের সভাপতিত্ব করেন রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রবিউল ইসলাম।

\প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুর ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক এডাম সুমন, ইমন হোসেন, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কামরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি, রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাফর আলীসহ বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

মোনাজাত পরিচালনা করেন হাসানুজ্জামান সিদ্দিকী এবং রাইপুর জামে মসজিদের ইমাম ও সাইফুল ইসলাম। এ সময় নেতাকর্মীরা দুই হাত তুলে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন।

দোয়েলের চিমনিসহ গুড়িয়ে দেওয়া

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এসময় পরিবেশ অধিদপ্তরের মেহরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক শেখ কামাল মেহেদী, পরিদর্শক টিপু সুলতানসহ সেনাবাহিনী, পুলিশ ও আনসার সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে ট্রাক্টরের ধাক্কায় শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মানিকদিয়া গ্রামে ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে শিহাব হোসেন (৭) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল সোমবার দুপুরে নিজ বাড়ির পাশে মর্মান্তিক এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিহাব উপজেলার মানিকদিয়া গ্রামের মাঠ পাড়ার কৃষক ওসমান আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, শিশু শিহাবসহ তার কয়েকজন বন্ধু রাস্তার পাশের একটি ছোট্ট প্রাচীরের উপর বসে খেলাধুলা করছিল। পার্শ্ববর্তী একটি কৃষি জমিতে ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করা হচ্ছিল। খেলাধুলার একপর্যায়ে শিশু শিহাব আকস্মিকভাবে প্রাচীর থেকে নিচে পড়ে যায়। পড়ে যাওয়ার পরই তার উপর দিয়ে ট্রাক্টরের চাকা উঠে যায় এবং পিষ্ট হয়ে শিহাব গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার আগেই শিশুটি মারা যায়।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে হেমায়েতপুর পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।